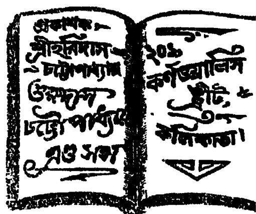
# তাজ

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য দেড় টাকা






১২৯৪

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

# সাদর উৎসর্গ

বঙ্গ-সাহিত্যের রসিক-লেখক, পুলিশকোর্টের স্বনামধন্য
( শুধু যোগ্যতায় নয়, সততায়ও ) উকীল, সদাহাস্য-
মুখ, উদার, সরল, আমার পরমোপকারী মিত্র

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্তকে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন
স্বরূপ উপহৃত
হইল

গুণানুরক্ত
**গ্রন্থকার**

# বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমানে ছাপা, মলাট ও কাগজের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন সর্ব্বসাধারণ পাঠকের সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াও 'তাজের' মূল্য দেড় টাকা করিতে হইল।

তৎকালে আমার অপরিচিত কিন্তু ইংরাজী কাব্য-রচনা-কলার সহিত সুপরিচিত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার সেন এম, এ, মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার কতিপয় কবিতার সহিত এই কাব্যের প্রথম কবিতা ('ভারতবর্ষে' প্রকাশিত ) তাজেরও কবিতায় অনুবাদ করেন। ঐ সব অনুবাদ একটী ইংরাজী সংবাদপত্রে বাহির হয়। আমিও এখন সময় পাইয়া তাহার শোধ তুলিলাম; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাজের ইংরাজী অনুবাদটী উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিলাম।

গ্রন্থকার

# THE TAJ.

( FROM THE BENGALEE OF

MR. P. N. RAY CHOWDHURY )

BY DHIREN K. SEN, M. A.

Ah pure and white as maidens love the minarets high
Oh stones hewn out of heart caress the sky ;
Is this the Taj ? ah, nay ; some yearning lover lone
Has built a magic shrine of marble-stone,
Oft carving out his bloody, burning heart
And freezing tears and sighs with frenzied art :
Love's emblem pure, love's deathless sign
Oft in the cloister's silent sigh
One hears a formless, longing cry—
My Life ! My Life ! Beloved mine !

A graceful widow blushes vain with fruitless fire :
Art thou her face ? Is this her bodied mad desire ?
In tow'rs and minarets haunt nymph and fairy
In magic forms and raiments airy ;
Within the mansions many a love-lorn bride
Seeking their long-lost lover's hide,
The love-forsaken cuckor lilts their lay ;
World's love-lost valentine
Cries drunk with bitter nectar-wine—
Ah, where's my Life ? my dearest, say.

Ah, let me see ; O Taj, ah, let me turn and gaze on thee,
O mighty prince ! O monarch proud of memory !
Art thou a stone or tragic tale of tear and sigh ?
Perhaps here burning Radha in her passion high
Rememb'ring him of dusky grace and hue
Into the murky stream her goldon body threw,
And lo ! her lotus-heart turned into marble-shrine ;
Ah, no ! perhaps some frenzied lover lone
Here daily moans in silent tone—
My Life ! my Life ! Beloved mine !

The moon light sends you nuptial robes of pearly dye
And sunshine burial balm, O sculptured sigh !
When nymph of morning starts her airy eight
Her smiles illume thy form in heavenly hight ;
The golden orb she daily carves anew
And builds a shrine of gold with evening-hue
Where reigns Beloved crowned for aye.
Thirsting to kiss the magic gold
Cries the longing lover bold—
Ah ! where's my Life ? my dearest, say.

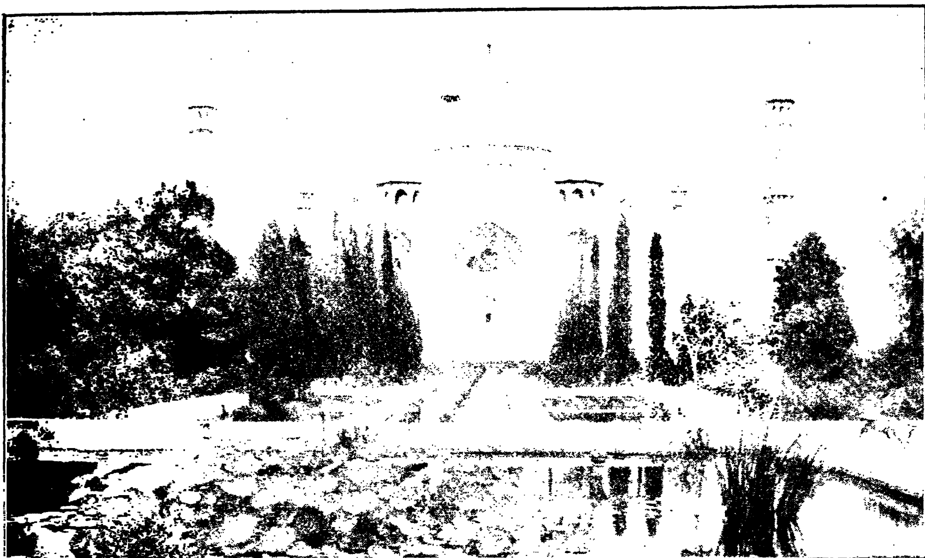
Each marble breathes love's fragrance pure,
O dream in white ! thou dost allure :
All men turn mad at sight of thee,
And love-less hearts begin to throb with glee :
Unlettered minds returned with all the fore
And hearts are purged that once were stained with gore.
How sweet, how plaintive is the call of valentine !
Is this a picture or a poet's paradise ?
A madness pure or hunger-cries ?—
My Life ! My Life ! Beloved mine !

O Shrine of one ! all hearts adore and worship thee.
O Taj ! O banner of love's victory !
Thus built the lover proud who knew no peer
A magic shrine that's conquered time and tear :
Ah, ruin may seize this beaut'ous tomb,
The marble hall of bride may meet its doom,—
Heart's hunger brought to life his valentine,
Yet croons a voice or form in heavy tone—
It is the lone-lost lover lone—
My Life ! My Life ! Beloved mine !

# সূচী

| | | | |
|---|---|---|---|
| তাজ | ... | ... | ১ |
| যোগ না বিয়োগ ? | ... | ... | ৫ |
| হরণ না পূরণ ? | ... | ... | ৯ |
| লোকমতের দোলা | ... | ... | ১২ |
| নববর্ষ | ... | ... | ১৪ |
| ভারতবর্ষে নববর্ষ | ... | ... | ১৮ |
| ভারতবর্ষে দুর্গোৎসব | ... | ... | ২২ |
| অকালে দীপালী | ... | ... | ২৮ |
| আমার প্রিয়া | ... | ... | ২৯ |
| হোমরুল | ... | ... | ৩২ |
| পরদেশী বঁধূ | ... | ... | ৩৪ |
| বিদায়-আশীর্ব্বাদ | ... | ... | ৩৯ |
| কবির উপহার | ... | ... | ৪২ |
| স্বস্তিবাচন | ... | ... | ৪৪ |
| মধুমাসের মানসী | ... | ... | ৪৭ |
| বাণী | ... | ... | ৫১ |
| মাতৃভাষার গ্রন্থকার | ... | ... | ৫৪ |
| বঙ্গভাষার লেখক | ... | ... | ৫৭ |
| ঋণ-শোধ | ... | ... | ৬০ |
| চিকিৎসকের প্রতি রোগিণী | | ... | ৬৩ |
| নারীর দাগাবাজী | ... | ... | ৬৯ |
| নারী | ... | ... | ৭৪ |
| রঙ্গ মহল | ... | ... | ৭৯ |

তাজ



হো হো, মেরা জান্! মেরা জান্!

# তাজ

প্রথম প্রণয় সম শুভ্র শির অভ্রে তুলি আজ !
মর্ম্মের মর্ম্মর !—এই তাজ ?
না, এ কোন বিরহী দেওয়ানা—
রাখিবারে প্রেমের নিশানা
খুলে' খুলে' বুকের পাঁজর,
জমাইয়া অশ্রুর সাগর
মর্ম্মরের ইন্দ্রজাল করেছে নির্ম্মাণ ?
বার বার স্তব্ধতারে চিরে
দেহহীন লেহ কাঁদে কি রে,—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

রূপসী বিধবা যেন ব্যর্থ রূপে বৃথা পায় লাজ!
তুমি কি গো তারই ছবি, তাজ?
গম্বুজে গম্বুজে ছায়া-পরী
শুয়ে আছে মায়া-রূপ ধরি',
মহলে মহলে ঘুরি' ঘুরি'
খোঁজে কারে বিরহিনী হুরী?
বিপত্নীক পারাবত গায় তার গান!
নিখিলের প্রিয়াহীন প্রিয়
শ্বাসে—পিয়ে বিষাক্ত-অমিয়,—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

দেখি, দেখি, ফিরে ফিরে দেখি তোরে, তাজ!
স্মৃতি-রাজ্যে রাজ-অধিরাজ!
পাথর, না কাতর কাহিনী?
হেথা বুঝি রাধা বিরহিনী
কালো বলে' কালিন্দীর গায়
গৌর তনু মিশাইতে—হায়,
পাথার শুকায়ে হ'ল যাদুর পাষাণ!
না, এখানে উন্মাদ ফর্‌হাদ
করিতেছে মৌন-আর্ত্তনাদ!—
হো হো, মেরা জান্. মেরা জান্!

রৌদ্র মাখে শ্মশান বিভূতি, জ্যোৎস্না দেয় বাসরের সাজ,
হে শোকের চারু কারু-কাজ !
পাষাণের যতুগৃহখানি
জ্বালাইয়া যায় উষারাণী,
ভাঙ্গি' ভাঙ্গি' সোণার সবিতা
সন্ধ্যা বর্ণে গড়ে স্বর্ণসীতা,
প্রিয়ার প্রতিভূ রাখে প্রণয়ের মান !
বুকে নিতে মায়ার সে হেম
বাহু পাতি' ডাকে দীর্ণ প্রেম !—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্ !

অন্ধ-প্রীতি পদ্মগন্ধ প্রতি শিলা মাঝ—
ধবলের স্বপ্ন তুমি, তাজ !
অরসিকে করিছ রসিক,
অপ্রেমিকে করিছ প্রেমিক,
বর্ব্বর ফিরিছে হ'য়ে গুণী,
মুনি হ'য়ে ফিরে যায় খুনী,
কি মধুর কি বিধুর, বঁধুর আহ্বান !
ছবি, না, এ কবির নন্দন ?
নেশা, না এ তৃষার ক্রন্দন ?—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্

একেলার পূজা-মঠ সর্ব্বঘটে করিছে বিরাজ !
প্রেমের বিজয়-ধ্বজা তাজ !
নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব প্রণয়ী
অভিজ্ঞান সর্ব্বকাল-জয়ী !
ধ্বংস হোক্ সুন্দর কবর,
চূর্ণ হোক্ মর্ম্মর-বাসর,
প্রিয়ারে জীয়াল তার হিয়ার রসান !
তবু কাঁদে কায়া, না, ও ছায়া
বিশ্বময় হারাইয়া জায়া ?—
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্

# যোগ, না বিয়োগ ?

( মহামতি গোখ্‌লের মৃত্যুতে )

ঘুম নয়, ঘুম নয়, হে ব্রাহ্মণ, এ যে জাগরণ !
শ্যাম-শোভা তরে পত্র ঝরে, পুন শীত-অবশেষে
তরুরে সাজাতে আসে বসন্তের অভিরাম বেশে !
মৃত্যুর কুঠার-স্পর্শে পল্লবিত অনন্ত-জীবন !

তাজ

আছে রণক্ষেত্র নব মহাশূন্যে সদা ঘূর্ণ্যমান !
নিখিল-মুক্তির রথ চালায় সে অখিল-সারথী ;
তোমারে করিতে রথী সে আহবে, ওগো জনপতি,
চাহেন সে ভক্তবাঞ্ছা তুলিতে তোমারই জন্মস্থান !

মঙ্গল, না অমঙ্গল তব ক্ষতি ? নাহি যায় বুঝা,
আমরা ভুলের শিশু, স্থূল নিয়ে মোদের বিচার ;
এই যে ভারতব্যাপী কোটী কণ্ঠে এক হাহাকার,
মহা ভবিষ্যের বীজ রোপিছে না এই বীর-পূজা ?

অন্তরে অন্তরে এ যে প্রাণশক্তি কোলাহল করে,
এ কি দেশ-অনুরাগ, এ কি ত্যাগ জ্বলে বিশ্ব-মাথে !
দশের কল্যাণ-যজ্ঞে স্বার্থ খায় চক্রু দশ হাতে,
মর্ম্মে মর্ম্মে লজ্জা পেয়ে সে পাষাণ অশ্রু হ'য়ে ঝরে !

তাজ

এ ভূমির প্রতি অণু-পরমাণু প্রেরণা, জীবনী!
ক্ষুদ্র তারে তুচ্ছ করে; অভিশপ্ত নয় ত এ মাটী,
এই ধূলা ধরে' যদি থাকি মোরা প্রাণপণে খাঁটি,
মরু ফেটে উচ্ছ্বসিবে ভোগবতী—পতিত-পাবনী!

এ জাতি সামান্য নয়; কত সতী, সাধু, মহাজন!
গাছ-পাথরের মুখে ভগবান্ কথা কন এসে,
সাধে রাজা রাজ্য ছাড়ি বনে যায় ভিখারীর বেশে?
যুগে যুগে আসে ত্রাতা শবে দেয় মৃত-সঞ্জীবন!

মহারাষ্ট্র-ব্রহ্মচারী, ব্যাপ্ত তুমি আত্মায় আত্মায়,
কাছে থাকি দূরে ছিলে, দূরে গিয়ে এলে বড় কাছে,
প্রতিভার প্রতিষ্ঠার এ সবারই মাত্রা, সীমা আছে,
চরিত্রের মন্ত্রবল জয় করে জগৎ হেলায়।

হে মহাপুরুষ, তব ছাই না ত, ও যে অগ্নিকণা!
সেই উত্তরাধিকার দেশময় পড়েছে ছড়ায়ে,
একের শ্মশান-ভস্মে কি অমৃত চলেছে গড়ায়ে,
লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি জীবনের হতেছে সূচনা!

অকাল-মৃত্যুর তব হয় ত বা ছিল প্রয়োজন,
মরণ ও জীবনের এ সঙ্কটে—ঘোর সন্ধিস্থলে,
ঊর্দ্ধ হতে অন্ধকারে মুহুর্মুহু দিব্য দীপ জ্বলে,
দশের মঙ্গল-লক্ষ্যে তোমারই সে পথ প্রদর্শন।

ঢাল ঢাল বরাভয়, মুক্তি লাগি মুক্ত লোকবাসী!
ও পদাঙ্ক-পদধূলি শিরে শিরে নির্ম্মাল্যের প্রায়,
তব অশরীরি বাণী গরজিছে কি যেন আশায়,
হবে ভারতের জয়, জয়ী হবে ভারতনিবাসী!

তাজ

# হরণ, না পূরণ ?

## ( কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে )

দ্বিজেন্দ্র, এ ভোজবাজী, ক্ষণিকের প্রপঞ্চ প্রমাদ,
মৃত্যুর অঙ্গুলী-স্পর্শে ভেঙ্গে যায় তাসের প্রাসাদ,
ওগো রঙ্গরাজ ! এ যে মহা ব্যঙ্গ, ঘোর ফক্কিকার,
আলো শুধু অন্ধকার, মায়া-নাট্য, ওগো নাট্যকার !
ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, যেন এটা বাষ্পের ভুবন,
মুঠায় কি ধরা পড়ে দেবতার মানস-স্বপন ?
কত দেশ, কত জাতি, কত যুগ প্রাণ দিল ডালি,
কালের গহ্বর তবু চিরদিন খালি—শুধু খালি !
কত গতকল্য দিল আজিকারে ছাড়ি যাত্রা-পথ,
কত না আবর্ত্তে ঘুরি' চলে গেছে বিবর্ত্তের রথ !

কত জোছনার শব বুকে লয়ে উঠিতেছে ভানু,
কত সৃষ্টি রেণু করি' বিশ্ব গড়ে অণু-পরমাণু!
এই ছিল! এই নাই! কোথা গেল? শূন্যে এ জিজ্ঞাসা,
এ পারের কাণ নাই, ও পারের নাই বুঝি ভাষা!
হে সর্ব্বমঙ্গলা, পদে কাঁদে বিশ্ব—শিশু নিরাশ্রয়,
কর তারে চক্ষুষ্মাণ নিরালয়ে খুঁজিতে আলয়!

বড় ভাগ্যে জন্ম নিলে, এই ভূমে; কবির এ ঠাঁই,
বড় পুণ্যে ধন্য হয়ে, হ'লে তার ধূলাতেই ছাই!
ধূলি ত সামান্য নয়, এ ধূলি যে কালের পঞ্জর,
ধূলি মাতা, ধূলি ত্রাতা, ধূলি ধর্ম্ম, ধূলিই ঈশ্বর!
খাঁটি চিনেছিলে, তাই গেয়েছিলে মাটীর মহিমা!
প্রাণ ভরে' পূজেছিলে বাঙ্গালীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা!
নাই থাক্ মাতা, পিতা, জায়া,—হেথা করিতে রোদন,
তব তরে ঘরে ঘরে কাঁদে আজ অগণ্য স্বজন।
এই ত মায়ের বর, এই ত মায়ের দুর্ব্বা ধান,
এক জন চলে' গেলে নিখিলের শূন্য হয় প্রাণ।
এ যে সত্য,—নহে ফাঁকি, নহে মৃত্যু,—চির অমরতা!
ভাগ্যের ধিক্কার মাঝে করুণার স্নেহের বারতা!

যাও কবি, স্বপ্ন-লোকে, মনোগামী পুষ্পকের রথে,
সুরবালা সনে বাণী বর্ষিছেন লাজাঞ্জলি পথে।
ওই শোন, মেঘে মেঘে দ্রিম্ দ্রিম্ বাজিছে ষড়্‌জ,
সপ্ত-সুর-সরোবরে দল্ মল্ ফুটিছে সরোজ।
মত্ত করী সম ভাই, পশ গিয়া কমল-কাননে,
মুক্তি-স্নান কর নীরে, জ্ঞানাঞ্জন মাখ দু'নয়নে!
ধীরে হ'বে প্রতিভাত, কুয়াশায় ছিল যাহা ঢাকি,
ধরা দিবে মায়া-মৃগ জীবনে যা দিয়ে গেছে ফাঁকি!
দেখিবে নিকটে তব অভিনব মহানাট্যশালা,
মহাকাল অভিনেতা, বিশ্বেশ্বর রচিছেন পালা!
আবার আসিবে তুমি ;—যুগে যুগে জন্মে জন্মে যারে
মা বলেছ, তাঁর কোল চির-স্নেহে টানিবে তোমারে!
এ যে উৎসর্জ্জন তরে সুধাকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন,
অসমাপ্ত আছে যাহা, হ'বে, বন্ধু, হ'বে তা' পূরণ!
হারায় না কিছু বিশ্বে, প্রকৃতির গুছান স্বভাব,
দ্বিজেন্দ্র পূরাবে এসে দ্বিজেন্দ্রের অকাল অভাব!

# লোকমতের দোলা

উঠেছিলাম দেশের মাথায়
নিদাঘ-সূর্য্য যেমন জ্বলে,
হঠাৎ একদিন পড়্‌লাম খ'সে
লোকমতের অস্তাচলে।

দেশের স্তুতির দম্‌কা হাওয়া—
হঠাৎ কবে অবসান,
ক'টি ভক্তের করতালি
ব্যঙ্গের যেন চোরা-বাণ!

যে পথ দিয়ে গেলে আগে
ফাট্‌তো আকাশ 'ধন্য' রবে,
সে পথ দিয়ে যেতে শুনি,
দুয়ো দিচ্ছে শুধুই সবে।

তাজ

কোথায় গেল পুষ্পবৃষ্টি,
লম্বা-প্রণাম পড়ে' পায়ে ?
দিচ্ছে ধূলো চেলার দল
দিব্বি গুরুদেবের গায়ে !

কোথায় গাড়ী টানার হুজুগ্,
অভ্রভেদী জয়-রব ?
দেখ্‌লেই আমায় হরিবোল্,
আমি ওদের শ্মশান-শব !

আমার তৈলচিত্র ঘিরে
সাজ্‌ত আগে কুসুম-হার,
শোভে এখন জুতার মালা—
নূতন প্রেমের উপহার ।

যে সব জন-সমারোহ
মাৎ করতাম বাক্য-ছটায়,
তারাই আমার কুশপুত্তল
দগ্ধ কচ্চে মহা ঘটায় !

সাবাস্ রে তুই জন-মন,
এই আশীষ্, এই অভিশাপ
কে জানে তোর ফুলের মালা
কখন হয় কালসাপ !

# নববর্ষ

হৃষ্ট কুক্কুটের ডাকে,   চঞ্চল কাকের পাখে
এল এল ওই নববর্ষ,
ঊষার সোণার থালে   গোলাপের ফিকে লালে
নবীনের নব পদ-স্পর্শ।
বেলা যুথিকার ঠোঁটে   উৎসবের হাসি ফোটে,
মালঞ্চে ঝুলনা বাঁধে রঙ্গে,
আনন্দে নিদাঘ-বায়   মাধবী-মঙ্গল গায়,
ঢ'লে পড়ে কুসুমের অঙ্গে।

আবার সরসী বুকে ঢেউ তুলি নাচে সুখে,
অঠাঁই মাঝারে দেয় ঝম্প,
নিদ্রা-বিজড়িত আঁখি চমকি উঠিছে পাখী ;
পাতায় পাতায় প্রাণ কম্প !
পাখীর গলায় বেণু, শুনি' ধায় মত্ত ধেনু,
ফেলিয়াছে ছিঁড়ি সব বন্ধ,
নব-পঞ্জিকার পাতে প্রকৃতির নিজ হাতে
আবাহন-গীতি-অনুবন্ধ ।

বঁধুর চুমোটি ঠোঁটে— বধূ শয্যা হ'তে ওঠে,
কেড়েছে কে আজি তার লজ্জা,
হেরে বাতায়ন-পথে অতিথ, তোমায় রথে,
ভুলে গেছে সামালিতে সজ্জা !
পুত্রবতী ভাবে, ফিরে ফুলশজ্জা হবে কি রে ?
সে দিনেরই মত কাঁপে বক্ষ !
আগুনের মত গাল, পরাণে দাদ্‌রা তাল,
ভিজে ওঠে সুখে আঁখি-পক্ষ !

খোকা কেন অকারণে দৃঢ় করি' আলিঙ্গনে
খুকীরে করিছে ব্যতিব্যস্ত ?
চপলা দাদার হাতে যেন এ মধুর প্রাতে
প্রাণ মান করিয়াছে ন্যস্ত !
ওদিকে বুড়ার দল করিতেছে কোলাহল,
প্রাণে প্রাণে রোমাঞ্চের চিহ্ন,
কোথা সে মোহিনী-মেশা তুষার কুহক-নেশা
স্বপনের জাল শত-ছিন্ন !

সুদীর্ঘ বারটী মাস সহিয়াছি উপবাস,
বড় আশ, পাব তব দর্শ,
স্বাগত, মাধবীনাথ, সুপ্রভাত ! সুপ্রভাত !
এস হর্ষ, এস নববর্ষ।
পুরাতন, হও দূর, হোক্ আজ চূর্ চূর্
তব সনে বিদ্বেষের স্তম্ভ !
সংসারের খেলা-ঘরে মিলেছিনু একস্তরে,
কবে হয়েছিল দল ভঙ্গ ?

সে কথায় কাজ নাই, ভাই চিরদিনই ভাই,
অনাদৃতে দাও পুন সঙ্গ।
আজি মার্জ্জনার লাগি তোমাদের কৃপা মাগি'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে যোড়-হস্তে,
আর থাকিও না সরে', কোল দাও প্রাণ ভ'রে,
পদধূলি দাও মোর মস্তে !

# ভারতবর্ষে নববর্ষ

হে ভারত, এল এ নববর্ষ নিয়ে পুরাতন তব আদর্শ ;
কহে উইল্‌সন শান্তি-সভায়,—সব জাতি ভাই-ভাই।
কি গভীর ভাব, কি উদার ভাষা, বিরাট মনন, বিশাল পিপাসা,
এর পায়ে যদি দুরাশা বিকায়ে স্বার্থ হ'ত রে ছাই !
দেশ-হিত-ছলে পরস্ব হরণে, বলের উষ্মায় দুর্ব্বল পীড়নে,
বিপ্লব-বিকারে মানুষ-শিকারে পারিত না যেতে কেহ।
জয়-তাণ্ডব তবু কে বিনাশে, ভারত-ভারতী বিদেশে বিকাশে,—
মানুষ ত নয় একেলার লাগি, হৃদয় সবার গেহ !
ধর্ম্মের গ্লানি হেরি' সকাতরে নামিল ভারত জগত-সমরে,
মোহিয়া প্রতীচী দধিচীর তেজ শত শত প্রাণে জ্বালি !
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশ-দেশান্তরে গাহিল জলধি,—
ভারত জিনিল স্বাধীনতা-রণ বুকের শোণিত ঢালি।

শান্তি-প্রভাতে 'শক্তি-সভাতে' ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

ভাজ

সুরা-অংশ নিয়ে মাতাল অন্ধ— যুনানী 'শক্তি-বৃন্দে' দ্বন্দ্ব !
সকলেই কয়,—মোরে দয়াময়, দাও জয়-পুরস্কার !
চূর্ণ ধর্ম্ম-মঠ, কীর্ত্তি-সৌধ যত কলা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য ব্যাহত,
নরঘাতী যন্ত্রে শুধু রসায়ন-বিজ্ঞানের আবিষ্কার !
স্বাধীনতা ম্লান, সভ্যতা বিলীন, ব্যাধি-অনশনে নগর বিপিন,
মানব-দানব অট্ট হাসিয়া যুগের শ্মশানে নাচে !
মানবী দানবী ? এ কি বিভীষিকা ! হেরি' ইয়োরোপে যায় আমেরিকা,
ভারতের ভাষে দুরাশের পাশে হত্যা-কাণ্ডে ক্ষান্তি যাচে।
বলে,—এ ধরণী জননী সবার, বিশ্ব-মানব এক পরিবার,
দাস কেহ নাই, এসেছে সবাই সম-অধিকার নিয়ে।
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশ-দেশান্তরে গাহিল জলধি,—
ভারত জিনিল জগতের রণ দেহের অস্থি দিয়ে।

শান্তি-প্রভাতে 'শক্তি-সভাতে' ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ !

হেরি' রক্ত-গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে কবি কৃষ্ণবর্ণ সজল নেত্রে
শান্তি-মন্ত্রে রণ-তন্ত্রের ভ্রান্তি করিল শেষ!
শ্বেত-জনপতি ঘোষে সেই ভাষে উদার শান্তি জার্মান্ পাশে,
আদর্শের তরে শেষে অস্ত্র ধরে ব্যর্থ জানি' উপদেশ!
জলে স্থলে যুদ্ধ, কামানে কামানে, শূন্যে রণ ক্রুদ্ধ বিমানে বিমানে,-
নিবারিতে বীর বিশ্ব-অরাতির জগত-জিগীষা ঘোরা
অসি কেড়ে নিতে অসি নিল করে, যাবৎ ক্ষান্তি না এল সমরে,
করুণার সিন্ধু, নিদানের বন্ধু এ কি সে পাগল গোরা?
জয়ীর নিঠুর ধর্ম্ম উড়ায়ে, জিতের বিধুর মর্ম্ম জুড়ায়ে
সফল করিল গীতার স্বপন, প্রতীচীর ঋষি কি এ?
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশ-দেশান্তরে গাহিল জলধি,—
ভারত জিনিল স্বাধীনতা-রণ দেহের অস্থি দিয়ে।

শান্তি-প্রভাতে 'শক্তি-সভাতে' ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ!

এ যুগে একার তন্ত্র ভঙ্গ, জয় তব জয়, হে জন-সঙ্ঘ,
তুমিই সাধনা, তুমিই সাধক, ধরণীর কর্ণধার।
ভস্ম নিপাতি' ও পূত রুধির, কৈসর, জার্, নীরো ও নাদির!
বুদ্ধ, নানক, ঈশা, মহম্মদ তোমা সেবি'—অবতার!
জন-নারায়ণে করিয়া সারথী ক্রমোন্নতি পথে শতাব্দীর গতি,
দেশের স্বামীত্ব কারও স্বার্থ-বিত্ত এ কালে কি হতে পারে?
মাধব মাসের প্রথম দিবস শুভ বরষের যাত্রা-কলস
অভয়ে বরিয়া বিজয়ে ভরিয়া সাজায় ভারত-দ্বারে!
হে ভূস্বর্গ, ওগো দেবোপম জাতি, পাশব বলের দম্ভে আঘাতি
এ মহা প্রলয় দিতে তব জয়, তোমারেই মুক্তি থালি!
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি দেশ-দেশান্তরে গাহিল জলধি,—
ভারত জিনিল জগতের রণ বুকের শোণিত ঢালি।

শান্তি-প্রভাতে 'শক্তি সভাতে' ঘোষিল গরবে নূতন বর্ষ,—
সকলের সাথে জয়-ফল নিতে আসিছে বিজয়ী ভারতবর্ষ!

# ভারতবর্ষে দুর্গোৎসব

আসন তাঁহার শুধু কি বঙ্গ,
বিশ্ব বিকাশ যে পদ স্পর্শে ?
দুর্গোৎসবের নব তরঙ্গ
উচ্ছলিত সারা ভারতবর্ষে।
বাজান ঈশানী আহ্বান-শঙ্খ,
ঈশান শ্মশান জাগান নৃত্যে,
শত—সহস্র! ক্রমে অসংখ্য
জনতা জাতির মিলন-তীর্থে!

এস গো শক্তি, কর মা স্পর্শ,
উঠুক্ আবার ভারতবর্ষ!

তাজ

আঁধারে ঘুরিছে জগৎ অন্ধ,
চৌদিকে শ্মশান, শবের গন্ধ !
ছুটিছে উল্কা প্রলয়-দৃপ্ত,
বহিছে ঝটিকা প্রমাদ-ক্ষিপ্ত !
অশনি-মন্দ্র, করকা-বৃষ্টি,
নিবিড় তিমিরে লুপ্ত সৃষ্টি !
চমকে চকিতে চপলা-দীপ্তি
নিমেষের সে কি নেত্র-তৃপ্তি ?
অনন্ত আলো কি রাখে নি ছন্ম
বিঘ্ন-তরণ চরণ-পদ্ম ?

এস গো শক্তি, কর মা, স্পর্শ,
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ !

তাজ

জগতের হিতে ন্যায়ের জন্য
বিদেশে মরিতে পাঠায় সৈন্য—
তারা কি ক্ষুদ্র, তারা কি তুচ্ছ
ছিল যারা কভু সবার উচ্চ ?
আজিও মুক্ত করিতে বিশ্ব
আপনারে যারা করিল নিঃস্ব ?
অন্নপূর্ণা আপন অন্ন
জগতে বিলায়ে মানিছে ধন্য !
তারিণী বিশ্ব-রোগগ্রস্থে
আত্মার স্বাস্থ্য দেয় শ্রীহস্তে !

এস গো শক্তি, কর মা, স্পর্শ,
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ !

ভাজ

ছিন্নমস্তা-পূজা নিষিদ্ধ !—
য়ুনানী মজিল ভুলি সে শিক্ষা,
আমরা তাল-বেতাল-সিদ্ধ,
শক্তি-মন্ত্রে মোদের দীক্ষা !
নেত্র উপাড়ি বীর আদর্শ
চাহিল যে দেশে পূজিতে শক্তি,
দেখায় আজও সে ভারতবর্ষ
আত্মারামের অভিব্যক্তি !

এস গো শক্তি, কর মা, স্পর্শ,
উঠুক্ আবার ভারতবর্ষ !

হৃদয় শোধন বিনা যে সৈখ্য
সুযোগ প্রতীক্ষা লাগি তা শুদ্ধ!
পরস্ব-হরণ-পীড়ন লক্ষ্য,
অসূয়া-অসুর চাহিছে যুদ্ধ!
সভ্যতা নামে!—পাশব-স্ফূর্ত্তি
নাশিতে ধর মা, করুণা-খড়্গ,
পূজি সে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি
ভারত আনুক্ জগতে স্বর্গ।

এস গো শক্তি, কর মা, স্পর্শ,
উঠুক্ আবার ভারতবর্ষ!

আবার ভেদিয়া মুনির জঙ্ঘা
বহুক্ পতিত-পাবনী গঙ্গা.
গোরা, মহম্মদ, নানক, বুদ্ধ
আসুক্ জিনিতে জীবন-যুদ্ধ।
আক্‌বর, প্রতাপ নূতন ছন্দে
আসুক্ এ যুগে মিলন-দ্বন্দ্বে!
আসুক্ বান্দা বন্দী বক্ষে—
'ফিরক্‌সিয়ার' আর্দ্র-চক্ষে!
উঠুক্ বাজায়ে বিজয়-তূর্য্য
নবজীবনের নবীন সূর্য্য!

এস গো শক্তি, কর মা, স্পর্শ,—
জাগুক্ আবার ভারতবর্ষ!

তাজ

# অকালে দীপালী

( বৰ্দ্ধমান প্ৰাসাদস্থ 'কৃষ্ণ-সাগরে' উৎসব )

'কৃষ্ণ-সায়রের' নীর উছলি উজলি
দীপালী ? না, বাণী-পদে হৃদি-রক্তাঞ্জলি ?
পুলকিত 'বৰ্দ্ধমান' পূজিছে ভারতী,
ভাবে ঢুলু ঢুলু, করে মায়ের আরতি !
অজানা ধাত্রীর ক্রোড় হতে পলাইয়া
উলঙ্গ রূপের শিশু এল কি নাচিয়া ?
পুড়িছে আতস্‌বাজী !—শুনি, অলি গুঞ্জে,
বহ্নি-পুষ্পবৃষ্টি !—হেরি, কলি ফোটে কুঞ্জে !
কালো জল আলো ক'রে কল-হাস্য ছুটে,
রাশি রাশি রশ্মি-পুষ্প ফুটে, পুন টুটে।
সলিলে অনলে এ কি অপূৰ্ব্ব মিতালী !
বাণী-পূজা ? না, এ দেখি অকালে দীপালী ?
এর মাঝে জ্বলিতেছে মাতায়ে হৃদয়
সহৃদয় 'বিজয়ের' হৃদয়-বিজয় !

তাজ

# আমার প্রিয়া

রুক্ষ-মূর্ত্তি, শুষ্ক-বাণী, বেজায় বাড়ে চোখ-রাঙ্গানি
আদরে তা'য় ডাকি যখন প্রিয়ে!
ফাটে আমার কর্ণরন্ধ্র, ভাবি, আমাব কপাল মন্দ,
পাগল ছাড়া করে কি কেউ বিয়ে?

গৃহ-কর্ম্মে ভারী স্ফূর্ত্তি, প্রেমের চর্চ্চায় অগ্নি-মূর্ত্তি,
চাঁচা-ছোলা সম্ভাষণ সব তার,
নাই রোমান্সের লেশও প্রাণে, প্রাণের ব্যবসা নাহি জানে,
রঙ্গ-রসের নাহি ধারে ধার!

তাজ

পাশে পাশে দেখ্‌ছি অহো, দাম্পত্য-প্রেম অহরহ,
ভাবি, বাহা, মিলেছে কি যুড়ি !
আমি যেমন বেজায় গণ্ড, তিনি তেম্‌নি নেহাৎ গণ্ড !
যৌবনেই আমরা বুড়া-বুড়ী !

বঙ্কিম মেনে গেছে হা'র, রবি দ্বিজেন কোথায় আর ?
শিখ্‌লে না সে,—'বড়ই ভালবাসি !'
সংসার ত নয়, বন্দীশালা ! বল্‌লাম,—ও মন, কাশী পালা !
নাটক-নভেল কল্লেম ভস্মরাশি !

যাত্রার দিনে পড়্‌লেম রোগে সন্নিপাতের বিষম ভোগে,
শয্যাপাশে দেখ্‌তাম ব্যাকুল স্নেহে
বিষাদিনী একটি নারী চোখে রুধি' অশ্রুবারি
সেবার হাত বুলায় আমার দেহে।

হচ্ছে বমন, হচ্ছে ভেদ, সাফ কর্‌ছে সেই ময়লা-ক্লেদ!
খোস্‌বোতে তার হচ্চে যেন নাওয়া!
কই অরুণ? এ করুণ ছবি! আহার নিদ্রা গেছে সবি,
কি আবেগে কর্‌ছে আমায় হাওয়া!

বেশ-ভূষা তার গেছে কোথায়, সিঁদূরের টিপ শুধু সীঁথায়—
সেটী রোজ দেখি, বেড়েই যায়,
হাতের লোহা, শাঁখা দুটি শীর্ণ হাতে আছে ফুটি
অর্গল হয়ে যমের দরজায়!

যমে প্রেমে দেখে লড়াই বুঝ্‌লেম সেদিন সতীর বড়াই,
ভাব্‌লাম তারে দেবী রোগের ঘোরে,
যাব নিতে পায়ের ধূলি—আমার হাত তার হাতে তুলি—
দাসী আমি!—বল্‌লে স্নেহে মোরে।

# হোমরুল

গিন্নি বল্লেন—ওগো বুদ্ধির চেঁকি,
ছেলেটা যে আট বছরে পল,
ইস্কুলে দাও, সুরু কর শাসন,
আদর দিলেই বাপের কাজ হ'ল ?

নাটক লিখ্‌ছ আহার-নিদ্রা ভুলে,
লোকচরিত্রে দখল তোমার ছাই
ছেলে যদি মানুষ করতে হয়,
আদর শাসন দুই-ই সমান চাই।

যতই হাসি, গিন্নি ততই রুষ্ট,
আমারও মেজাজ গেল একদিন বেঁকে,
বল্লেম, "খোকা, খুব হুসিয়ার কিন্তু,
শাসন সুরু হ'ল এবার থেকে !

আজ

শুনে' দুষ্টু একটু নষ্ট হেসে
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বল্লে,—ইস্,
তোমায় দেখে' ভারি আমার ভয় !
আড়ি ! আড়ি !—দেবও না আর কিস্।

মিষ্টি হাসি ভাসিয়ে নিলে পণ,
বুকের মাঝে রাখ্লেম খুপ্তে ধ'রে,
আবেগ ভরা চুমায় চুমায় তারে
দিলেম বেজায় ব্যতিব্যস্ত ক'রে !

প্রিয়া এসে ফেল্লেন মোদের ধ'রে,
বল্লেন, 'দস্যি, যাবি গুণ্ডার দলে !
কোথায় তোর শেলেট, পেন্সিল, বই ?'
আমায় বল্লেন, 'শাসন একেই বলে !'

বল্লেম, 'ব্যস্ত কেন ? সুদ-আসলে
'বিশ্ববিদ্যা' কর্বে ছেলে শাসন !
বেত্র দিয়ে ছাত্র গড়্তো আগে,
হালের পাঠ্য ছেলে করছে পেষণ !

ফূর্ত্তি ক'রে ভর্ত্তি হল যাদু
পেয়ে মোদের স্নেহের বিদ্যালয়,
নিক্ সে পাঠ চুম্ব-আলিঙ্গনে,
দু'দিন, আহা, দু'দিন বইত নয় !'

# পরদেশী বঁধু

( আমার নবজাত প্রথম দৌহিত্র )

ওগো পরদেশী বঁধু, এস এস, এস ঘরে মোর,
এস প্রাণ, এস মন-চোর !
এ কি স্বপ্ন ? এ কি ভোজবাজী ?
লহমার পরিচয়ে আজি,
পরাইলি কলঙ্কের ফাঁসি,
খল, তোর ছল-ভরা হাসি
কলিজাটি কখন উঘারি
মেরে গেল মোহন কাটারি !
এ কি জ্বালা, সর্ব্বাঙ্গ জুড়ায় !
এ কি বিষ, অমৃত ছড়ায় !

ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুঠ লিয়া দিল্, মেরি দিল্ কো পিয়ারা !

তাজ

হোরি, আজ হোরি! আয়, দুইজনে খেলি পিচ্‌কারী,
মেরি জান, কলিজা হামারি!
দিবানিশি হিয়া-মধু ঢালি
রাখিয়াছি রূপ-শিখা জ্বালি,
স্বপনের মোহ বুকে ভরে'
যৌবনটি রাখিয়াছি ধ'রে,
পরদেশী বঁধুয়া কখন
চাবে এসে জীবন-যৌবন!
আজ যেন আমার সকলি
মনে হয়, পূজার অঞ্জলি!

ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,—
লুঠ লিয়া দিল্ মেরি দিল্ কো পিয়ারা।

আজি মোর মত্ত হিয়া সাজিয়াছে উন্মাদিনী রাই,
তুই যেন নিঠুর কানাই!
ঘরে ঘরে হেরি বৃন্দাবন,
বাঁশী আজ বিহগ-কূজন!
দিগন্তের স্বচ্ছ নীলিমায়
কালিন্দীর তরঙ্গ খেলায়!
শৈলশৃঙ্গ—চূড়া মনোলোভা!
শস্য-হাস্যে পীতধড়া-শোভা!
সখা বলি' আলিঙ্গিতে ধাই—
সারা বিশ্ব আমারি কানাই!

ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,-
লুঠ লিয়া দিল্, মেরি দিল্ কো পিয়ারা!

কোথা হতে এলে বঁধু? সুধাইলে, মুখ পানে চাও,
আশা দিয়ে ভাষাটি লুকাও!
কোথা—কত দূরে সে বিদেশ?
কোথায় আরম্ভ, কোথা শেষ?
বল, সে কি আলো, না আঁধার,
শ্মশান, না সূতিকা-আগার?
কেন যাওয়া-আসা ফিরে ফিরে,
যে ঘোরায়, সেও ঘোরে কি রে?
ও হাসিতে এ যে তরঙ্গিত!
জীবনের বিজয়-সঙ্গীত!

ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি ফোয়ারা,—
লুঠ লিয়া দিল্, মেরি দিল্ কো পিয়ারা!

এ মোহিনী কোথা হতে শিখে এলে ও বিদেশী বঁধূ ?
ঢেলে দিলে প্রাণে কোন্ মধু !
কোথা গেছি বৃথা অভিসারে ?
ধ্যানের দেবতা মোর দ্বারে !
পৌর্ণমাসী চন্দ্রাতপ ধরে,
মলয় চামর আজ করে,
মধুকর মুরলী বাজায়,
মুঞ্জ কুঞ্জ বাসর সাজায়।
এস প্রাণে, পরাণের ধন,
লাজে সরে' যাক্ ত্রিভুবন !

ফাগুয়ায় লাল হয়ে ডাকে বুকে পীরিতি-ফোয়ারা,-
লুঠ লিয়া দিল্, মেরি দিল্ কো পিয়ারা।

# বিদায়-আশীর্ব্বাদ

( আমার একমাত্র কন্যার বিবাহে )

থামা, থামা, সানাই থামা,—হাসি, না ও কাঁদন ?
পাঁচ প্রাণ কে ছ্যাঁদা করে' খুল্‌ছে একটী বাঁধন !
বুকের ভেতর ঝড় উঠেছে, আগুন জ্বলে মাথায়,
কল্‌জে যেন উপ্‌ড়ে আসে অজানা এক ব্যথায় !
পাষাণ হ'তে চাই, যায় যে ফেটে গলে' প্রাণ,
মন বেঁধে আজ গাইতে চাই, কেঁদে ওঠে গান !

খুলে ফ্যাল্ তোর ফুলের সজ্জা, লজ্জা নাই কি রাতি ?
আলো নাই আজ, নিবিয়ে দে না উৎসবের সব বাতি !
ওরা বল্‌ছে,—মিছে মায়া, সংসারের এ ধারা।
জানে না ত, নয়নধারা বিশ্ববিধি হারা !
ভর্ দুনিয়া আমার চোখে ছায়ার মত লাগে,
শুধু আমার মেয়ের মূর্ত্তি সারা বিশ্বে জাগে !

তাজ

চিরদিনই আমার,—হঠাৎ সে আর আমার নয়!
তোমরা বল্‌বে,—বিধির বিধান, সবাই এম্‌নি সয়!
মালী বাড়ায় চারাটিরে বুকের রক্ত দিয়া,
তারে কাড়্‌তে এলে, বল, কি করে তার হিয়া?
জানি, জানি, বিরহের এই মধুর উৎসবে,
বুকের আগুন চাপা দিয়ে মুখে হাস্‌তে হবে!

তুই কোথা যাস্‌? দাঁড়া, ও মা, এতই কি তোর ত্বরা?
যদিও আজ বুকের মাঝ তপ্ত বালির চরা,
সময় রে, তোর যাত্রা-তরী পড়্‌বে না তা'য় ঠেকি,
একটু তারে দেখি, শুধু একটুখানি দেখি!
কখন দেখা ফুরিয়ে যাবে, ডাক্‌বে ওরা 'আয়!'
না, না, ক্ষণ যে যাবে ব'য়ে, বিদায়, ও মা, বিদায়!

চোখের জলে ভাস্‌ছে—তবু পিতার আশীর্ব্বাদ এ,
ভগবানের কৃপা যে তা'য় টলে, গলে, বহে!
কি বল্‌তে আজ কি যে বল্‌ছি, মূল কথাটাই ভুল!
চির-সধবা থেকে কর্‌, ধন্য দুটি কুল।
ধান-দুর্ব্বার সাথে মোদের এ সাধটিও জড়াই—
নাম যেন তোর বড় গলায় নিতে পারি সবাই!

তাজ

সুখ একটা ক্ষুদ্র তৃপ্তি,—কর্ত্তব্য এ জীবন!
সুধা বলে' বিষ যেন করতে পারিস্ গ্রহণ।
এ সংসারই মোক্ষ-দ্বার, বৃথা স্বর্গ খুঁজা,
লোক-সেবাতেই লোকেশ্বরের হয় আদৃত পূজা।
বিবাহ নয় নাগপাশ, সে যে ত্যাগের বাঁধন,
দোসর ছাড়া হয় কি বিশ্বে কোন মহা সাধন?

কাঁচের পুতুল দিয়ে তোরে ভুলাই নি ত আমি,
লোকের মত লোক সে,—ভাগ্যে পেলি এমন স্বামী!
এ রতনের যতন যদি করতে পারিস্, মেয়ে,
নূতন জীবন পাবি তুই মা, নূতন আলো পেয়ে!
সে যে একটি খাঁটি মানুষ! রঙ্গিন ফানুস্ না রে!
মাথায় উঠ্‌তে গিয়ে আশীষ নোঁয়ায় মাথা তারে!

দাঁড়াও, র'সো, ভেবে দেখি! জিত্, না আমার হার?
এক চোখের হাসি মুছ্‌ছে আর এক চোখের ধার!
বুকের পাঁজর খস্‌ছে, তবু জুড়িয়ে যাচ্ছে প্রাণ,
কোন্ দরদী স্নেহের সূতায় দিল নূতন টান!
ঘরের নিধি পরকে দিলেম অম্‌নি কি রে, বেটী?
পরের রতন আপন করে' পূরালেম যে সেটী!

# কবির উপহার

( আমার জামাতার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে )

ও পিয়ারী কম্‌লি, তবে সত্যিই তোমার বিয়ে
বেচারা এই উমেদারকে ডাহা ফাঁকি দিয়ে ?
'পিনাল-কোড'কি নাগাল পেত ? 'সিভিল-ম্যারেজ্‌' নয় !
'বেটার হাফ্‌টি' 'নন্‌-কো-অপারেট' কর্‌তেন, এই যা ভয় !
তাঁর সঙ্গেও একটা রফা হত'ই 'অতঃপর'
এ কি কাণ্ড !—জুটে গেল দিব্যি আর এক বর ?
নেহাৎ যখন আমার গুড়ে পড়েই গেছে বালি,
দিল্‌ ঢেলেছি,—রসে টস টস্‌ তফিল কর খালি !
সম্বল যার, কুহক-সূতায় স্বপন-জাল বোনা,
অসীমের চুপ্‌-রূপ-সায়রে অরূপের ঢেউ গোণা,
সুধার বানটী ডাকে নিথর নিশীথ-নীলাকাশে,
হাওয়ার সাথে কথা কয়—যে তারার সাথে হাসে,
আভের মাঝে বাসর রচে আকাশকুসুম দিয়ে,
মধুর জ্যোছনা-বধূর সাথে চাঁদের দেয় বিয়ে !
ওপর-নীচে বর-কনের-বরণ-উপহার,
গোলকধাঁধার শোলক গাঁথার তারই উপর ভার !

তাজ

হাস্‌তে হাস্‌তে ফস্ ক'রে কোন্ করুণ তারে আঘাত?
চিত্রে আলোক ফুটিয়ে যেন ছায়ার রেখা পাত!
কিরণ-কলম চির-মিলন—জেনো এইটী—খালি,
সর্ব্ব ঘটের ঘটক ঠাকুর—তাঁহারই এ ঘট্‌কালী!
আমরা দেখাই পুতুল নাচ; নাচাবার যে নাচায়,
আজ যা ঝরা, মরা—কাল সেই বাঁচায়, আবার কাঁচায়!
সে মায়াবীর আশীষ্ নিয়ে নাম্‌ছে আঁধার হ'তে,
তোমার বাবার স্নেহের আলো নূতন জীবন স্রোতে!
ভয় কি বালা, ভাসাও তরী, হোক্ আজানা নাবিক,
আড়কাঠী সে বড়ই খাঁটি, দেখিয়ে যাবে দিক্!
রূপসীদের অশ্লেষে জাঁক—মাতাল-চোখের নেশা,
গুণবতীর জীবন-নদী অমর-ধারায় মেশা।
সেয়ানা—যিনি নাম রেখেছেন, তোনার কম সে দায় না!
অন্নপ্রাশন দিনে নিলে বিয়ের আগাম বায়না!
সে কথা আজ মনে করিয়ে তোমায় আবার বলা,—
লক্ষ্মী পাকা গৃহলক্ষ্মী,—নাম তাই কমলা!

## স্বস্তিবাচন

( মদীয় সুহৃদ্ কবি—দেবকুমারের কন্যার বিবাহে )

দেব-গৃহ আলো-করা, কবি-স্নেহ-গরবে গরবী,
কন্যা ছিলি, অকস্মাৎ, ওগো মায়া, কার জায়া হবি ?
নাম তার ভোলানাথ ? নামে নামে কি মধু-মিলন,
কি অজ্ঞাত আকর্ষণে কি সংযোগ এ মণি-কাঞ্চন !
এ কি শুধু আকস্মিক ? কারও অন্ধ নির্ব্বন্ধ-খেয়াল ?
দৃষ্ট ও অদৃষ্ট মাঝে যত পুরু থাকনা দেয়াল,
মাঝে মাঝে জ্বলে' উঠে রহস্যের নিরন্ধ্র আঁধার,
অন্তরের কথা কয় থাকি থাকি অনন্ত-পাথার।
আজিকার প্রহেলিকা, তাই, কাল সুস্বচ্ছ সরল !
এ যুগের অমৃত যা, যুগান্তরে ছিল না গরল ?

তাজ

জানি আর মানি, মা, এ ভোলানাথ নহে সে ভিখারী—
পরিধানে বাঘছাল, হাড়মাল, জটাজূটধারী।
ইনি সভ্যতার সৃষ্টি, নাগরিক, ধনীর দুলাল!
তাই ব'লে বলি না ক আছে তার 'হাম্-বড়া' চাল!
শ্মশান যাহার রাজ তাঁরই সাজ বৃষভ-বাহন!—
শোভাযাত্রা না থাকুক্, মোটারে ত হবে আগমন!
তুমিই কি ওগো মায়া, সেই গৌরী গৈরিক-বসনা,
হর ধ্যানে—বর-ধ্যানে, তপ-কৃশা, ব্রত-অনশনা!
রক্তচেলী পরিধানে, তুমি দিব্য সুস্থ, সালঙ্কারা,
উৎসবে উজ্জ্বল করি' দাঁড়াইবে সভা-চমৎকারা!

তবু মায়া, মনে রেখো, জন্ম তব সেই—সেই দেশে,
মহামায়া জন্মেছিলা যার এক নিভৃত প্রদেশে,
হোক্ আজ প্রেতভূমি—এ দেশ যে সতীর শ্মশান !
সীতা-সাবিত্রীর জাতি, ভুলো না, মা, আত্ম-অভিমান !
আদর্শ বিরাট ?—ভীরু, তাই ভয় ? বিস্ময়, সংশয় ?
আকিঞ্চন থাকে যদি, নিঃসন্দেহ হবে তব জয় !
মানুষ বিধির সৃষ্টি, দেব-দেবী মানুষী রচনা,
ঊর্দ্ধে তোলে, নিম্নে ফেলে যার যার আপন কামনা !
সেবা হ'তে ব্রত নাই, নরে ভজি পায় নারায়ণে.
কবি আশীর্ব্বাদ করে সিদ্ধি যেন হয় সে সাধনে !

# মধুমাসের মানসী

মধুভরা মধুমাসের ওই আসে, ওই মানসী,
রূপ-নগরের রূপসী!
লাগিয়ে ফাগুন-আগুন চুপে গলিয়ে হিম-শিলার স্তূপে
এল কি ব'য়ে যৌবন ল'য়ে নবরসের সরসী?
রূপ-সায়রে লহর তুলে' আসিল বুঝি মনের ভুলে
চটুল নৃত্যে মুনির চিত্তে প্রলয়-করা উর্ব্বশী!
কবির হৃদি-পদ্ম ফেটে, ভাবের ঘরে সিঁধটী কেটে
আসিছে এ কি কমল-বনের কমল-আঁখি ষোড়শী?
উদার ভাব, গভীর ভাষা, বহিছে বুকে যুগের আশা,
লাজ-অঞ্জলি বর্ষিত পথে, আহ্বান উঠে উচ্ছলি'।
রূপ-নগরের রূপসী—
মধুমাসের মানসী!

তাজ

পরশ করে হরষ ভরে—অমনি হাসে কুঞ্জ রে!
মৃত মঞ্জরী মুঞ্জরে!
নূপুর বাজে কমল বনে, ছাড়িয়া মধু বিভোল মনে
বিবশ অলি রভসে গলি তালে বেতালে গুঞ্জরে!
সাজিল রণে মীনকেতন, বঁধুর মুখ-মধু মতন
মুহুর্মুহু কুহুর স্বরে শিহরে নীপপুঞ্জ রে!
পীরিতি ভুলে' বিরতি নিয়ে র'য়েছে কারা দুয়ার দিয়ে!
পাষাণ বাঁধ ভাঙ্গিল আজি পঞ্চশর তুঞ্জ রে!

তারকা-খচা জ্যোৎস্না-বাসে সাজি কি সুর-সুষমা আসে,
মানস ছানি' এনেছে বাণী, প্রসাদ তার ভুঞ্জ রে!
রূপ-নগরের রূপসী—
মধুমাসের মানসী!

দেখা প্রথম কোন্ বসন্তে ?—তুমি কিশোর-বয়সী !
উঠিছ আধ-বিকশি' !
সেদিন ভরা-অনুরাগে, শিথিল-ধরা মাতাল ফাগে,
রঙিয়ে দিলাম আবির-রাগে তোমারে আমি, শ্রেয়সী !
নববধূর রক্তচেলী ঘোম্‌টাখানি ভক্ত ফেলি'
দেখিয়াছিল রঙ্গিন চোখে লজ্জা-রাঙ্গা প্রেয়সী !
আজ সেজেছ ফাগুন-রাণী, কেড়েছ সারা পরাণখানি,
সরমহারা মরম-বাণী আগুন যায় বরষি' ।
ভারতী নেমে তোমার ঘরে তোমারে প্রেমে আরতি করে,
তোমার বীণা করিছে সোণা কমল-করে পরশি' !
রূপ-নগরের রূপসী—
মধুমাসের মানসী ।

ভাজ

এস গো এস, বঁধুয়া এস, মধুমাসের মুরলী,
কলহংস-কাকলি !
সুর তো নয়, প্রণয়-সুরা !—দানিয়া হৃদি-শোণিত পূরা
বাঁচায় প্রিয়ে, নাচায় দিয়ে পরাণে প্রাণ-অঞ্জলী !
তোমারই যাদু-বিদ্যালয়ে লয়লা-মজনু কি পাঠ ল'য়ে
ভুলিল ভীতি, ভাঙ্গিল নীতি, পরিল প্রীতি-শিকলি !
শিখালে তুমিই বালক-স্মরে হানিতে হিয়া কুসুম-শরে,
নারীর চোখে রাখিলে ঢেকে সজল জ্বালা-বিজলী !
বাজ' গো, বাজ' আকুল স্বনে, রাজ' গো হৃদি-বৃন্দাবনে,
উঠিবে রস-সাগর-সুধা ভুবন ভরি' উচ্ছলি' !
রূপ-নগরের রূপসী—
মধুমাসের মানসী !

# বাণী

সপ্ত-রসের মানস হ'তে প্রথম সৃজন-প্রাতে,
উঠ্‌লে রাগের পরাগ অঙ্গে, নূতন আলোর সাথে!
সেই সঙ্গীতের পাছে পাছে গ্রহ-উপগ্রহ নাচে,
কুহু রবে ফুলের মত ফুটছে তারারাজি,
তুমি সুর-সভার বীণা, সুরে উঠ্‌লে বাজি'।

তাজ

উষার সাথে নাম্‌লে কবে কর্‌তে সাগর-স্নান,
সিন্ধু উঠ্‌ল কল্লোলিয়া, শুনে' তোমার গান !
উজান বইল নদীর জল, পাষাণ হ'ল সুকোমল,
প্রকৃতিরে বিকাশিলে কোটী কোটী চিতে,
রূপের কাজল মাখাইলে আঁখিতে আঁখিতে !

চ'লে এলে মৃদু পায়ে মাটীর জগত-পানে,
বিকশিয়া ভাষার নেশা মূকের প্রাণে প্রাণে !
কনক-আঁচল পড়ে লুটে, কিরণ-কমল পায়ে ফুটে,
মেঘের বরণ কেশের রাশি আছে পিঠে শুয়ে,
শ্যামল হ'য়ে গেল ধূলা রাতুল চরণ ছুঁয়ে !

গাছে গাছে হরিৎ-শোভার জোয়ার এল ডেকে,
শিশুর কণ্ঠে আধ-ভাষার ঘটা সেদিন থেকে।
পাখীর গলায় বাজে বাঁশী, ফুলের অঙ্গে অঙ্গে হাসি,
কামের ভস্মে প্রেমের মণি করে ঝক্‌মক্‌,
নারীর বক্ষ হতে গড়ায় দেবের পাদোদক।

জন্ম-মরণ দুটি পায়ের মায়া-নূপুর দুটি
সপ্ত ভুবন হ'তে আন্‌লে সাতটী সুর লুঠি'!
বক্ষ হ'ল সাধন-স্বর্গ, জীবন হ'ল সেবার অর্ঘ্য,
মায়ের মতন জন্মভূমি—গেল সেদিন বুঝা,
তুমিই প্রথম আন্‌লে বিশ্বে বিশ্বনাথের পূজা!

# মাতৃভাষার গ্রন্থকার

ছাপাও ছাপাও, গ্রন্থ ছাপাও, অমর হবে এই ত সুখ,
কেতাব কাটে না হয় কীটে, ভুলে যাও এ গন্ধটুক্ !
দিশী ভাষা পড়ুক্ চাষা, অন্দরেই তার বাসা ঠিক,
কেন না, 'কোল' কর্ত্তার ভোগে, গিন্নীর ভাগে 'গাদাই' অধিক !

আফিস করতে ঠায় দুপুরে বাবুরা যান জন্মাবধি,
বিরহিনীর দিবানিদ্রার দিশী-পুঁথিই মহৌষধি !
পয়সা খেলে মাম্‌লার জুয়ায়, বিলাস-পূজায় পরিপাটী,
কেতাব কিন্‌তে কড়ির অভাব, হা রে আমার পোড়া-মাটী !

ব্যবহারজীব—কানুনে তাঁর দিশী-ভাষা পড়াই শাস্তি,
চিকিৎসকের পোকাশাস্ত্রে এ ভাষার জীবাণু নাস্তি !
সওদাগরী আড্ডাগুলো দেখ্‌তেই কেতাব-কীটের বাসা,
কড়া-ক্রান্তির বেণিয়া-হিসাব, খাপ খায় কি সোণার ভাষা ?

চণ্ডী-দেউল গেছে ভেঙ্গে, বৈঠকখানায় 'বাংলা'-ভীতি,
কথক ঠাকুর কেরাণী আজ, হাফ্‌-আখড়াই অতীত-স্মৃতি !
ঠাণ্ডা মুলুক রটায় যখন গ্রীষ্মপ্রধান ভাষার জাঁক,
নাবালকরা বাজান তখন ধার-করা সেই জয়ঢাক !

'গাঁয়ে মানে না মোড়ল' যাঁরা, 'বাংলা' তাঁদের চোখের বালি,
হাততালীর স্রোত বহায় নাকি অন্য ভাষার চাতুরালী !
চালাও কলম, চালাও জোরে, ছবি উঠ্‌বে ছাপার বুকে,
পেশাদারী সমজ্‌দার-দল 'সাধু' বল্‌বেন ছাতি ঠুকে !

ছাপাখানার দেনার দায়ে মাথা বিক্রী, অস্থিসার,—
ইনিই হচ্ছেন মরা-দেশের মাতৃভাষার গ্রন্থকার !

# বঙ্গভাষার লেখক

সৌখিন বাংলার রঙ্গিন লেখক,
ও সহুরে পল্লী-মিত্র,
হায়-হাহাকার চাপা দিয়ে
আঁক্‌ছ পল্লীর সরস চিত্র ?

তাজ

দুর্ভিক্ষ আর রোগে সারা
দেশের—দেখাও হৃষ্ট মূর্ত্তি,
গিল্‌ট-করা তোমার ভাষা
আর্টের মিষ্ট বিষের স্ফূর্ত্তি !

তুমি যখন কৃষক-বধূর
গোলাপ সম বল গণ্ড,
পিলে-অগ্রমাসের রোগী
অভিশাপ কি দেয় না ভণ্ড ?

পল্লী-উৎসব লিখ্‌ছো ক'ষে,
পাড়ায় পাড়ায় দেখ্‌ছো হাস্য,
রঙ্গ, না এ ব্যঙ্গ-চিত্র ?
নত হয় না লাজে আস্য ?

দেখ্‌ছ গোধন নিধন চোখে,
ধানের গোলায় শনির দৃষ্টি,
তবু কর্‌বে দগ্ধ মাঠে
স্বপ্ন দিয়েই স্বর্ণ-বৃষ্টি ?

ধর্ম্ম ফাঁকি, কর্ম্ম মেকি,
নকল চাল্‌, নকল খাদ্য,
কলের আব্‌-হাওয়াতে বাস,
জীবন দেখা তোমার সাধ্য ?

দীনের তপ্ত অশ্রু—তোমার
রসাল রূপক—চুনি-পান্না !
ভাষার স্রোতে ভাসাতে চাও
আধি-ব্যাধি-ক্ষুধার কান্না !

ধনীর চিত্রে রঙের ফলাও,
তুল্‌ছো স্বর্গে দু'চার যক্ষে !
দীন বাড়ে যে দিনের দিন,
কে দাঁড়ায় আজ তাদের পক্ষে ?

ভুখ্‌-সমস্যা দেখ্‌তে দেখ্‌তে
গ্রাস করেছে দেশটা শুদ্ধ,
রাখ্‌ছে পিছে, ঠেল্‌ছে নীচে
এই শতাব্দীর জীবন-যুদ্ধ !

সত্য যদি অসুন্দর,
চুলোয় যাক্ সে ন্যায়ের যুক্তি !
উধাও কবি-কল্পনাতেই
আস্‌বে জীবন, আস্‌বে মুক্তি !

দেশের দশের লিখ্‌তে কথা
পল্লী-মর্ম্মে চাই যে দৃষ্টি,
দীন-নারায়ণ উপবাসী !
তুমি কর্‌ছ কাব্য সৃষ্টি ?

# ঋণ শোধ

ও মহাজন, গাঁয়ের গোঁসাই,
দেখ এসে গোয়াল-ঘরে,
ফাঁসী লট্‌কে খালাস খাতক
তোমায় তাড়ায় দেনার ভরে।

ভিটে ছাড়া কর্‌বে পণ,
তুনিয়া ছেড়ে গেল চ'লে!
ডাকাত, খুনী, এই বিধবার
রইল কি, তা দেবে ব'লে?

ফকিরের শেষ-পুঁজি নিয়ে
শোধ গেল না তোমার ধার,
ঢোল বাজিয়ে কর্‌লেই জারী
ঘর নিলেমের ইস্তাহার!

কাচ্চা-বাচ্ছা নিয়ে পাগল
মাথা খুঁড়্লো তোমার পায়,
বিছের প্রাণেও যেটুক দয়া
নাই তা মহাজনের খাতায় ?

সুদের সুদ—ছানা-পোনা
পলে পলে বাড়্ল তাহা,
তোমার ফাঁদে পড়েছে যে
ঠাঁই-জলেও সে ডোবে ডাহা !

তোমার সোণার বাটী-থালায়
ছানা মাখন পড়ুক্ খাসা,
দুধের বাছাগুলি আমার
মরুক্ !—ওরা ছেলে-চাষা !

নাই ক ভাত, নাই ক কাপড়,
গরীবের নাই শুধু মরণ,
মাটী দি তা'য় কেমন ক'রে
যে গেছে প্রাণ ক'রে হরণ ?

কি বল্লি ?—মাপ ?—এ জন্মে নয়,
টাকা সাধ্‌ছিস্ ?—হাজার লাথী !
চোখে জল ?—ও সাপের কান্না !
তফাৎ যা রে নরঘাতী !

হা মাটী, পাষাণীর বেটী,
সোণা না ? তোর বুকে ছাই !
তোরে ধরে' এ দশা তার
দরদে আর কাজ কি মাই ?

গরীবের কি মা-বাপ আছে ?
ক্ষ্যাপার মত শূন্যে কাঁদা,
ধর্ম্ম মহাজনের দোরে
দিয়েছে তার বিবেক বাঁধা !

জল-জ্যান্ত তাজা জোয়ান—
ঝুল্‌ছে, হো হো, গলায় দড়ি !
ও মহাজন, এখনও কি
শোধ যায় নি তোমার কড়ি ?

তাজ

# চিকিৎসকের প্রতি রোগিণী

মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ ডাক্তার,
মহাব্যাধি আমি যেন !
ঘায়ের গন্ধে আস্‌ছে ত্যাকার ?
এ ক্ষত ত তুমি চেন !

তাজ

হৃদ্‌-পরীক্ষার যন্ত্র হেলায়
লাগিয়েই যে নিলে তুলে ?
জীবনের এক জ্যোৎস্না রাতে
সেই পরখ !—কি গেছ ভুলে ?

জানি, তাহা জানি, বঁধু,
এ ক্ষয় আর সার্‌বার নয়,
এ নালী-ঘা পচে’ গলে’
ছড়িয়ে গেছে জীবনময় !

কিন্তু ডাক্তার, এর দাওয়াই ত
ছিল একদিন তোমার কাছে !
মরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে এখন
সে কথায় আর ফল কি আছে ?

তুমি বসে’ সুখের টাটে,
যক্ষ্মা-বাসে আমি পড়ি,
আজও কিগো রোগীরে দাও
তবক-মোড়া বিষের বড়ি ?

মনে পড়ে ? তখন তুমি
কলেজ থেকে সবে-বাহির,
পরের জন্য ভারী দরদ,
লোকে বল্‌তো,—দয়ার শরীর !

মক্‌স কচ্ছ ষ্টেথিস্‌কোপে,
নাড়ি টেপার হাতে খড়ি,
বাড়ী বাড়ী নূতন দাওয়াই
পরখ কচ্ছ কেতাব পড়ি !

যখন তখন রোগী ফেলে
মোদের গৃহে হ'তে হাজির,
অ্যানাটমির ছবি এঁকে
কর্‌তে নিজের বিদ্যে জাহির !

হঠাৎ পিতা পড়্‌লেন রোগে,
তুমি তোমার ব্যবসা ছাড়ি'—
না সারিয়ে ছাড়্‌লে না সেই
গলির ক্ষুদ্র পচা বাড়ী !

তুমি দিতে রঙ্গিন মিক্‌শ্চার,
আমি দিতাম সেবা, পথ্য,
দু'য়ের মাঝে কি যোগ,—জানে
তোমার 'সাইকলজি'-তথ্য !

সদা-শিবের মত পিতা,
তুমি গৃহ-চিকিৎসক,
প্রায়ই তোমার নিমন্ত্রণ,
কাঁটা-চাম্‌চের ঠক্‌ঠক্ !



তাজ

তুমি তাঁর ব্যবসার মন্ত্রী,
চা-পেয়ালার নিত্য-ইয়ার,
বাবার মুখে জপের মন্ত্র—
ডাক্তার লোক কি চমৎকার !

কাল-রোগে পড়্‌লাম আমি,
তোমায় আমায় সে এক দেখা,
পড়্‌লাম সেদিন তোমার ভালে
পলকে মোর ললাট-লেখা !

ষ্টেথিস্‌কোপ-দূতের মুখে
নিলে প্রাণের পরিচয়,
অন্তর-টিপ্‌নি তোমার যে সে !—
নাড়ী টেপা অভিনয়।

আমরা ব্রাহ্ম, আমার আবার
চির-কুমারী-পণ কড়া,
পুরুষ জানি বিভীষিকা !
সয়তানের খেল্—প্রেমে পড়া !

যারা যত বেশী সাবধান,
পড়ে আছাড় তারাই আগে,
জড়িয়ে পড়ে তারাই বেশী
ফাঁদের ভয়ে যারা ভাগে !

তাজ

এন্‌গেজ্‌মেণ্ট, আংটী-বদল,
আর যা সব—পাকাপাকী ;
তখন ত জানিনা বঁধু,
প্রাণ-বদলই শুধু বাকী !

হঠাৎ একদিন—চিরতরে
হ'লে তুমি অন্তর্দ্ধান,
শুন্‌লেম, কে এক লক্ষপতি
কচ্ছেন তোমায় গৌরীদান !

আমিও দাগাবাজী খেলে'
কেন একটি নূতন প্রাণে
কর্‌লেম না জয় হাসি মুখে
বাসি-ফুলের মাল্যদানে ?

শুন্‌বে, কেন ? নারীর প্রেম
সে নয় পেশা, দোকানদারী !
কল্‌জে উপ্‌ড়ে দেয় সে পরে,
প্রেমের নামে মরে নারী !

চাইছ অবাক্‌ আমার পানে,
বুঝেও যেন নাহি বোঝ !
এই মুখে কি সেইদিনকার
একটি মুখের আদল খোঁজ ?

দৃষ্টির দোষ নয় গো নয়
এ সব নারীর ভাগ্যে করে,
সর্‌ছ কেন ? নাই কি প্রাণে
একটু দয়াও আমার তরে ?

এই দেহের এ দশা দেখে'
কর্‌বেই ত আজ তুমি ঘৃণা,
এমন দিনও ছিল বঁধু,
কাট্‌ত না দিন আমা বিনা !

ও কি, চোখে রুমাল কেন ?
মায়া-কান্না ! জানি, জানি !
ভেবেছ, আর চোখের জলে
ভুল্‌বে গল্‌বে এ পাষাণী ?

কি দাগা, কি বজ্রাঘাত,
প্রাণ ত কবেই গেছে চ'লে,
দেহ শুধু ছিল খাড়া
শেষ-দেখাটী দেখ্‌বে ব'লে !

অনেক দূর যেতে হবে,
মিছে কেন মায়া বাড়াও ?
অরূপ-আলো যাবে নিবে,
রূপার হাটে যাও, ফিরে যাও !

# নারীর দাগাবাজী

যৌবনে পা দিতে দিতেই
কাব্যি-রোগে ধর্‌লে মোরে,
পাকা-গিন্নি মা অম্‌নি
বধূ আন্‌লেন বাছাই ক'রে।

তাজ

আমি মত্ত কাব্য নিয়ে,
তিনি পড়েন উপন্যাস ;
জীবনটারে ভাব্তেম তখন
আরব-রাতের ইতিহাস !

মুখোমুখি দুটি প্রাণী—
যেন একটি দ্বন্দ্ব-সমাস !
দুটি প্রাণের একটি তান—
যেন যমক, অনুপ্রাস !

ভর-দুনিয়া শুধুই মোদের !
অংশীদারের কোথায় স্থান ?
হঠাৎ একটী ক্ষুদে বীরের
প্রেমের রাজ্যে অভিযান !

আমি ক্রমেই হঠ্‌ছি পাছে,
প্রিয়ার যতন নূতনে আজ !
বুঝ্‌লেম, প্রণয় ধোঁকার টাটী,
নারী-জাত্‌টাই দাগাবাজ !

মুখে মধু, অন্তরে বিষ,
নারীর প্রেম মিছ্‌রীর ছুরী !
পড়ে না সে নিজে ফাঁদে,
পরের মনই করে চুরি !

স্বপন ভেঙ্গে গেল যখন,
হ'য়ে গেছে অনেক দেরী,
ভাঙ্গা মনের বেড়া দিয়ে
দৈন্য নিলে কবে ঘেরি !

তাসের ঘরের মত হঠাৎ
চৌমহলা গেল উড়ে,
তিনটী প্রাণী কর্‌লেম সার
ছিন্ন-বাস, ভগ্ন-কুঁড়ে !

ছেলের খাঁটী-দুধ যোগাচ্ছি
গায়ের রক্ত ক'রে জল,
বাছার হাড়ে মাস লাগে না,
হতভাগ্যের এম্‌নি বল !

বদ্যি দেখাই, তিনি বলেন,—
স্বভাবতই ধাতু ক্ষীণ !
পুরুত ঠাকুর স্বস্ত্যয়নে
বাড়িয়ে খালি দিলেন ঋণ !

ধ'রে ফেল্‌লাম প্রিয়ার কীর্ত্তি,
কি ভয়ানক সে কার্‌সাজী !
নারী ছাড়া জানে না কেউ
পয়লা নম্বর দাগাবাজী !

সুধাই,—দুধে কুলোয় ত গো ?
'হাঁ' বলেন বেশ পরিপাটী ?
আজ বুঝ্‌লেম, ছেলেকেও জল
আমার দুধটি রাখ্‌তে খাঁটী !

ধরা পড়ে' অপরাধী
পালিয়ে যাবে যখন লাজে,
হাত দুখানি ধ'রে তাহার
ভরে' রাখ্‌লেম বুকের মাঝে !

দুখ না সুখ ? কি মহা ভাব ?
প্রাণের মাঝে কি এ প্রলয় ?
সারা দেহ রোমাঞ্চিত,
চোখে শুধুই ধারা বয় !

নারীর প্রাণ এমন বড় !
মিষ্টি আহা এতখানি,
দৈন্য তার পুণ্য, যার
ভাঙ্গা-কুঁড়েয় এ রাজরাণী !

বল্লেম,—নারী, তোরাই স্বর্গ,
মুক্তি—তোদের বাহুর ফাঁসী !
জন্ম জন্ম দুনিয়া ভুলে'
তোরেই যেন ভালবাসি !

# নারী

সাজান' তোর গৃহস্থালী,
গুছান' তোর ঘর,
তারই মাঝে ঘুর্‌ছে মোদের
বিশ্ব-চরাচর!

ঘুর্‌ছে গ্রহ-উপগ্রহ
যেমন সর্ব্বকাল,
হয় না কভু লক্ষ্যহারা
কাটে না তার তাল।

গড়া তোমার মায়া-যন্ত্র
সেই ধাতুতেই বুঝি !
নাশ্‌ছো রিষ্টি, রাখ্‌ছো সৃষ্টি
প্রলয় সনে যুঝি !

আল্‌তা-মাখা চরণ যেন
রক্ত পড়ে ফেটে,
দেখে, আর দেখে আঁখির
তৃষ্ণা নাহি মেটে !

এলিয়ে ফেলি আমরা সব
তোমরা গুছাও থালি,
সুখ-সাধের চারা বাঁচাও
হিয়ার সুধা ঢালি !

পরের সুখে বাজাও শাঁখ,
    দুখে ঝরে আঁখি,
পরের যত আপদ-বালাই
    সেধে আন ডাকি !

মূঢ়মতি তোমার প্রতি
    কর্‌ছে অত্যাচার,
পশুরে ঠিক মানুষ ক'রে
    শোধ তুল্‌বে তার !

লাল টুক্‌ টুক্‌ অধরপুটে
    ডাকে হাসির বান,
সীথায় সিঁদুর, হাতে শাঁখা,
    মুখে গুয়া-পান ।

আবার দেখি, শুভ্র-বেশা
    গৃহ-সন্ন্যাসিনী,
জগৎ জিন্‌ছো পরের তরে,
    ত্যাগের তপস্বিনী !

তোমার সাথে দিবানিশি
হচ্ছে লেনা-দেনা,
হায় নারী, আজও তোমায়
নাহি হ'ল চেনা !

জন্ম পেলাম তোমার কাছে
মানুষ তোমার গৃহে,
জীবনীটি দিয়ে আন্‌লে
জীবন আমার দেহে !

নিলাম তোমার স্বাস্থ্য, রূপ
চুমুক দিয়ে স্তনে,
তোমার ছাঁচে ভেঙ্গে গড়্‌লে
আমার কাঁচা মনে।

যৌবন আমার পাগল হ'ল
তোমার প্রেমে প'ড়ে,
নিতে গিয়ে—দিলেই বেশী
বন্দী মনোচোরে !

প্রৌঢ়ে গভীর !—পঞ্চশরের
রূপের তনুটীরে
পুড়িয়ে প্রেমে, টানো তোমার
প্রাণের সুগভীরে !

জরায় ফুলসজ্জা নব
তুমিই প্রাণে আন,
যত পাকো, ততই মিঠে,
কি মোহিনীই জান !

কুল-মান-ধন বাঁধা আমার
ও দাসখতের দায়,
তোমার ধন্ধে অন্ধ-জীবন
কেটে যাচ্ছে নেশায় !

তোমায় দেখেই আছি জিয়ে,
মর্‌বো তোমায় স্মরি,
তোমার কথা লিখ্‌তে কবির
চোখ যে এল ভরি !

তাজ

# রঙ্‌মহাল

প্রণয়ের ধ্বংস-শেষ, রূপের সমাধি অভিরাম!
এই প্রেম? এই পরিণাম?
না ফুরাতে বসন্তের মেলা
ভেঙ্গে গেল কবে ফুল-খেলা?
কোন্ মর্ম্মদাহী মনস্তাপে,
কোন্ বিরাগীর অভিশাপে
ভস্ম আজ তব পঞ্চশর,
ভগ্ন তব কোয়েলার স্বর?
শূন্য, মৌন মহলে মহলে
গম্বুজের ফাটলে ফাটলে

সাহারার হাহা সম তৃষা শুধু উঠিছে উধাও,—
মেরি জান্, আও, আও, কলিজামে আও!

শিলা-সৌধে ছল্ ছল্ লীলাময় মর্ম্মর মূরতি !
এই প্রেম ? হায় কি নিয়তি !
সে স্বর্ণ-শতাব্দী বুঝি আজি
মায়াবীর মায়া-ছায়াবাজী ?
অতীতের নেপথ্য হইতে
দেখা দেয় ঝিলিকে চকিতে
কত রূপ যৌবন-ইতিহাস,
কত সুধা, গরল-উচ্ছ্বাস,
কত ভান, মান-অভিমান
কত দান, কত প্রত্যাখ্যান !

সাহারার হাহা সম আজ আহা, উঠিছে উধাও,-
মেরি জান্, আও আও, কলিজামে আও !

প্রেমিকার পাগল পরাণ নেমে আসে নিশীথে নিরালা,
এই প্রেম ? এত তার জ্বালা ?
কি জ্যোৎস্নায়, কিবা অন্ধকারে
বুক কাঁপে মায়া-অভিসারে
কবরের আবরণ খুলি'
বিস্মৃতির যবনিকা তুলি'
কক্ষে কক্ষে এ শ্মশান-পুরে
ছায়া-মূর্ত্তি সারা রাত্রি ঘূরে !
হাসে, কাঁদে কি যেন কুহকে !
চলে' যায় দিনের আলোকে ।

সাহারার হাহা সম বুক চিরে উঠিছে উধাও,—
মেরি জান্, আও আও, কলিজামে আও !

কাণে আসে পদ-শব্দ, প্রাণে বাজে কাদের ঘুঙুর !
এই প্রেম ? এমন ভঙ্গুর ?
ফিরোজা রঙের পেশোয়াজ,
পাদুকায় চুম্‌কীর কাজ,
বেণী বাঁধা জরির ফিতায়,
হরিণাখি শোভিত সুর্ম্মায়,
ভুর্ ভুর্ হেনার আতর,
ঝুর্ ঝুর্ ফোয়ারার স্বর,
এস্রাজের সাথে গলা সাধে,
প্রেম-গীত মধু-লাজে বাধে !—

সাহারার হাহা সম কেঁদে কেঁদে উঠিছে উধাও,—
মেরি জান্, আও আও, কলিজামে আও !

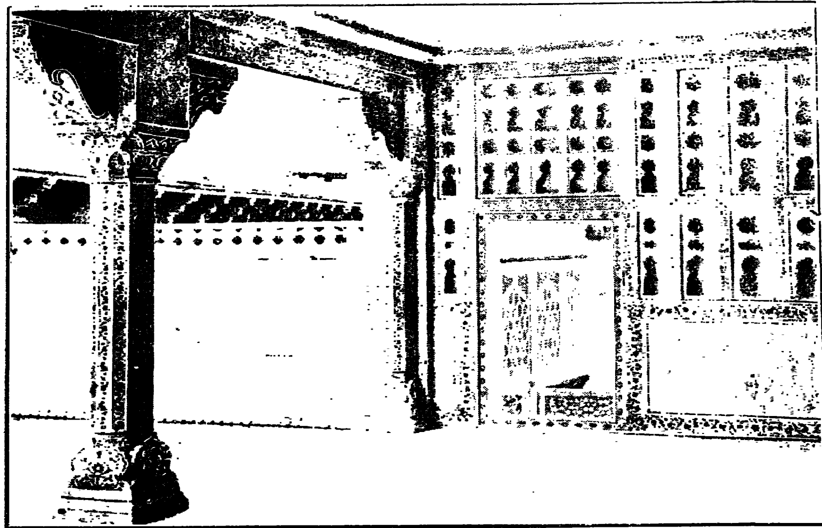
কে তোমরা শায়িত কবরে ? ঘুমাও, ঘুমাও সারা বেলা !
হা রে প্রেম, এই তোর খেলা ?
প্রিয়-বাহু উপাধান করি'
ঘুমা'তি না তোরা, নারী-পরী ?
অর্দ্ধ-রাতে জাগি প্রিয়তম
চিবুকটি ধরি' ক্ষিপ্ত সম
'দিল্‌জান্' বলি' না আদরে
প্রেম-চিহ্ন আঁকিত অধরে ?
সে চুম্বন, সরস অধর
হ'য়ে আছে কাতর পাথর !—

সাহারার হাহা সম শিলা ফাটি' উঠিছে উধাও,—
মেরি জান্, আও আও, কলিজামে আও !

কে সে জান্? কাহার কলিজা? কেমন সে দেওয়ানা পীরিতি?
হায় প্রেম, এই তোর রীতি?
বুক-ফাটা পাষাণের মুখে
শ্মশানের ক্ষুব্ধ বায়ু-বুকে
পান্থ কিন্তু শোনে অন্য ভাষা,—
অমর! অমর! ভালবাসা!—
—নিশ্চল সমাধি শুনে' নড়ে,—
কবরে কবরে সাড়া পড়ে,
মরি নাই, মরি নাই, প্রিয়,
প্রেম, সে যে ধরার অমিয়!

সাহারার হাহা সম প্রত্যুত্তর উঠিছে উধাও,—
মেরি জান্, আও আও, কলিজামে আও!

রঙ্গমহল



মরি নাই, মরি নাই, প্রিয়,
প্রেম সে যে ধরার অমিয়!

যাঁহার প্রতিভাশালিনী লেখনীপ্রসূত নাট্য-সাহিত্যে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে
নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে, সেই

সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকার

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত

চিত্তোন্মাদী ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

# চিতোরোদ্ধার

( দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে )

( মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত )

মূল্য ১৲ এক টাকা

ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

# ভাগ্যচক্র

( দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে )

( মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত )

( আমূল সংশোধিত। একপ্রকার নূতন গ্রন্থ বলিলেই হয় )

মূল্য ১৲ এক টাকা

(১) **চিত্র ও চরিত্র**—( নানাদেশের বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্র-চিত্র )

(২) **আখ্যায়িকা**—( চারিটি চমৎকার গল্প )

(৩) **পাষাণ**—( হিমালয়ের সহস্র রূপের অনুপম ছবি। কবি যথার্থই ধবলে ডুবিয়াছেন )

(৪) **পাথেয়**—( আধ্যাত্মিক নূতন ধরণের কবিতাবলী )

**কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য ।৵০ ছয় আনা**

(৫) **গৌরাঙ্গ**—( অভিনব মহাকাব্য। গৌরাঙ্গের তুলনা শুধু গৌরাঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আই-এ'র পাঠ্য হইয়াছিল ) কাপড়ের মলাট; মূল্য ১৲ এক টাকা

(৬) **গৈরিক**—( গিরি-সম্বন্ধীয় ও ভ্রমণের কবিতা-চিত্র। যেন আখরের ছবি! )

(৭) **পাথার**—( সিন্ধু-সম্বন্ধীয় অদ্বিতীয় কাব্য ) পড়িতে পড়িতে সিন্ধু-কল্লোল কাণে আসিবে। সাগরের অনন্ত রূপ প্রাণে ফুটিবে। পুরু অ্যান্টিকে ছাপা।

**রঙিন সিল্ক কাপড়ে বাঁধাই। প্রত্যেকের মূল্য ৸৹ বার আনা**

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।